দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 OCT 2007
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

দুই মাস পর চলতি সপ্তাহে দেশের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে

শাহজাহান তন্ত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের জের ধরে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া সহিংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই মাসের বেশী সময় বন্ধ থাকার পর দেশের প্রধান পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলতি সপ্তাহে খুলছে। ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ অক্টোবর পৃঃ ১১ঃ কঃ ৩

৫টি বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্লাস শুরু হচ্ছে। এর আগে আগামীকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২৫ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলার জোর প্রস্তুতি শুরু হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা নিয়ে শঙ্কা রয়েই যাচ্ছে।

গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর ২১ ও ২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপী ব্যাপক ভাংচুর ও সহিংসতা শুরু হলে সরকার ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী এক বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিজ নিজ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবিধাজনক সময়ে ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার পরামর্শ দেন শিক্ষা উপদেষ্টা। ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জগন্নাথ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় রমজানের আগেই খুলে দেয়া হয়। একই সময়ে সরকারী এক প্রজ্ঞাপনে বন্ধ হওয়া সরকারী-বেসরকারী কলেজও খুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

শিক্ষা উপদেষ্টার সাথে ভিসিদের বৈঠকের পর ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে ২৩ অক্টোবর আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হবে। খোলার তারিখকে সামনে রেখে গত সপ্তাহে প্রভোস্ট কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিজেদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার আশা করছে প্রশাসন। ৪ নভেম্বর থেকে স্থগিত পরীক্ষাগুলোও শুরু হবে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) সকাল ১০টায় হলে প্রবেশ করতে পারবে আবাসিক ও দ্বৈতাবাসিক শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে হলের মেস, ক্যান্টিন, লন্ড্রি, সেলুন ও হলের পাশের দোকান খুলে দেয়া হবে। প্রভোস্ট কমিটির সভায় শিক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে হলে অবস্থান করতে পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা এক সপ্তাহের মধ্যে আবাসিক বা দ্বৈতাবাসিক হয়ে হলে অবস্থান করতে পারবে। কোন বহিরাগত হলে থাকতে পারবে না। যেসব শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র হারিয়ে গেছে তাদের হল অফিসে যোগাযোগ করে আবার পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া কারও আত্মীয়-স্বজন হলে থাকতে পারবে না। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, সকল দিক বিবেচনা করেই এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। এর মধ্যেই চারশ ৪৪টি পরীক্ষার সময়সূচী জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর পরও শিক্ষার্থীরা দোদুল্যমান অবস্থায়। আটক শিক্ষকরাও মুক্তি পাননি। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরবর্তী পরিস্থিতি কি হবে- তা নিয়েই ভাবছে প্রশাসন। প্রক্টর প্রফেসর আ কা ফিরোজ আহমদ বলেন, শিক্ষার্থীরা আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছেড়েছে। এবার কিন্তু সেভাবে ছাড়েনি। ২৮ অক্টোবর হল খুলে দেয়া হলে যে যার হলে উঠবে। আগের মতোই তারা হলে অবস্থান নেবে। স্বাভাবিক সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেভাবে ক্যাম্পাসে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন ওই দিনও তারা উপস্থিত থাকবেন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোও শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত করা হয়েছে। আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন আবাসিক হলের বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাংচুর করা হলেও তা মেরামত করা হচ্ছে। ছাত্রদের হামলায় সূর্যসেন হল বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতোমধ্যে সব হল মেরামত শেষ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ২৮ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও খুলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খোলার এ সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছেন ভিসি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার [illegible] জানান, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সিন্ডিকেট সভা করে প্রশাসন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীকাল আবাসিক হল এবং ২৪ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী চলতি সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবে ২৭ অক্টোবর। ২৫ অক্টোবর আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আলতাফ হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত হয়। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস শিক্ষাজীবন থেকে আর সময় নষ্ট হোক শিক্ষার্থীরা তা চায় না। তারা চায়, আগের মতো নির্বিঘ্নে শিক্ষা কার্যক্রম চলুক। এ নিয়ে আগের চেয়ে তারা বেশী সচেতন। শিক্ষকরাও অনেক আন্তরিক। তারাও দ্রুত ক্লাস-পরীক্ষা নিতে চান। অভিভাবক ও সরকার তাদের মতোই শিক্ষার পরিবেশ আশা করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, ২৪ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হচ্ছে। এর আগে আগামীকাল আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খোলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।